তারিখ 08 FEB 2016
পৃষ্ঠা ২ কলাম ২

যুগান্তর

এইচএসসি পরীক্ষার মধ্যেই ইউপি নির্বাচন

যুগান্তর রিপোর্ট

আসন্ন এইচএসসি পরীক্ষার ফাঁকে ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনের চিন্তা করছে নির্বাচন কমিশন (ইসি)। এ বিষয়টি মাথায় রেখে পরীক্ষার রুটিন সাজানো যায় কিনা, সে বিষয়টি শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে ভেবে দেখার পরামর্শ দেয়া হয়েছে। তবে প্রথম ধাপের নির্বাচন মার্চেই করবে কমিশন। ওই নির্বাচনের তফসিল বৃহস্পতিবার ঘোষণা করা হতে পারে। কমিশন কর্মকর্তারা জানান, ইউপি নির্বাচনের আচরণ বিধিমালা ও পরিচালন বিধিমালা আইন মন্ত্রণালয় থেকে ভেটিংয়ের জন্য পাঠানো হয়েছে। সেটি চূড়ান্ত না হওয়া পর্যন্ত তফসিল ঘোষণা করা যাচ্ছে না।

নির্বাচন কমিশনার ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) মো. জাবেদ আলী রোববার নিজ কার্যালয়ে সাংবাদিকদের জানিয়েছেন, আইন মন্ত্রণালয় থেকে আজ বা কাল (রোব ও সোমবার) নির্বাচনী বিধিমালা চূড়ান্ত হয়ে এলে আমরা বৃহস্পতিবার তফসিল ঘোষণা করব। নির্বাচনের তারিখ নিয়ে চূড়ান্ত কোনো সিদ্ধান্ত হয়নি। তিনি বলেন, এইচএসসি পরীক্ষার্থীদের বিষয়টি বিবেচনা করে নির্বাচনের সময়সীমা নিয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের সঙ্গে কমিশনের বৈঠক হয়েছে। তাছাড়া আইনশৃংখলা রক্ষাকারী

নির্বাচন : পৃষ্ঠা ১৪ : কলাম ৪

নির্বাচন : এইচএসসি পরীক্ষার মধ্যেই

(১ম পৃষ্ঠার পর)

বাহিনীর সঙ্গে আলোচনা হয়েছে। তারা বলেছে, প্রথম ধাপে কমসংখ্যক ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচন দিতে। তবে ইসির কর্মকর্তারা জানান, কয়েক ধাপে মার্চ, এপ্রিল ও মে'জুড়ে ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনের পরিকল্পনা রয়েছে ইসির। এপ্রিল থেকে শুরু হচ্ছে এইচএসসি পরীক্ষা। শিক্ষার্থীদের ব্যাঘাত না ঘটিয়ে পরীক্ষার ফাঁকে নির্বাচনের বিষয়ে রোববার ইসি সচিব মো. সিরাজুল ইসলাম শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের সঙ্গে বৈঠক করেন। ওই বৈঠকে নির্বাচনের ডামাডোলে পরীক্ষার্থীদের যাতে ক্ষতি না হয় সে দিকটি খেয়াল রাখতে কমিশনের প্রতি অনুরোধ জানিয়েছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। ইসি জানিয়েছে, আইনি বাধ্যবাধকতা থাকায় মার্চ থেকে মে'র মধ্যে ইউপি নির্বাচন করতে হবে। বৈঠকে শিক্ষা মন্ত্রণালয়, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদফতর (মাউশি) ও শিক্ষা বোর্ডের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

বৈঠক শেষে মাউশির মহাপরিচালক অধ্যাপক ফহিমা খাতুনের কাছে এ বিষয়ে জানতে চাওয়া হলে তিনি বলেন, এইচএসসি পরীক্ষা চলাকালে নির্বাচন হলে কী কী সমস্যা হতে পারে সেগুলো আমরা জানিয়েছি। আমাদের সুবিধা-অসুবিধাগুলো কমিশন শুনেছেন। এখন এ বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবে ইসি।

নির্বাচন কমিশনার ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) মো. জাবেদ আলী জানান, দেশে সাড়ে চার হাজার ইউনিয়ন পরিষদ রয়েছে। এগুলোর মধ্য থেকে এ বছর পর্যায়ক্রমে চার হাজার ২৮৯টি ইউপির নির্বাচন করতে হবে। বাকিগুলোয় বিভিন্ন আইনগত ঝামেলা থাকার কারণে নির্বাচন করা যাচ্ছে না। ইউপি নির্বাচন যেন কেউ বিতর্কিত করতে না পারে, সেজন্য পর্যাপ্ত পরিমাণে আইনশৃংখলা বাহিনীর সদস্য নিয়োজিত করা হবে। নির্বাচন হবে সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ। সেদিকে লক্ষ্য করেই এসব নির্বাচন করার পরিকল্পনা নেয়া হচ্ছে।

এ বিষয়ে নির্বাচন কমিশন সচিব মো. সিরাজুল ইসলাম বলেন, ৬ জুন রোজা শুরু হচ্ছে। রোজার সময় নির্বাচন অনুষ্ঠান সম্ভব হবে না। আবার জুনের মধ্যেই প্রায় সব ইউনিয়ন পরিষদের মেয়াদ শেষ হতে যাচ্ছে। বিদ্যমান আইন অনুসারে ইউনিয়ন পরিষদগুলোর মেয়াদ পূর্ণ হওয়ার আগের ছয় মাসের মধ্যে নির্বাচন সম্পন্ন করতে হবে। এ অবস্থায় শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে বসে তাদের মতামত নেয়া হয়েছে। তারা যাতে নির্বাচনের বিষয়টি মাথায় রেখে সময়সূচি নির্ধারণ করেন।

এইচএসসি পরীক্ষা ১ এপ্রিল থেকে শুরু হতে পারে। চলতি সপ্তাহে এ পরীক্ষার সময়সূচি ঘোষণা হতে পারে। ইসির কর্মকর্তারা জানান, নির্বাচন কমিশন ইউপি নির্বাচনের তফসিলে ভোট গ্রহণের জন্য নির্দিষ্ট তারিখ ঘোষণা না করে সময়সীমা নির্ধারণ করে দেবে। আর জেলা পর্যায় থেকে স্থানীয় প্রশাসন ও নির্বাচন কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে গঠিত কমিটি জানিয়ে দেবে ওই সময়ের মধ্যে কোন দিন কোন ইউপিতে ভোট হবে। ২০১১ সালের ইউপি নির্বাচনেও এ ধরনের ব্যবস্থা নেয়া হয়েছিল। অন্যদিকে ইউপি নির্বাচনের বিষয়ে সম্প্রতি পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, একসঙ্গে চারশ'র বেশি ইউপিতে নির্বাচন করতে গেলে তাদের জন্য কষ্টকর হয়ে যাবে।